যুলুম-নির্যাতনের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজে অন্যায় যুলুম বিদূরিত করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। নবী-রাসুলদেরকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা এরশাদ করেন : “নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি দলিল প্রমাণ সহ। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মীযান, যাতে করে মানুষ ইন্‌সাফ কায়েম করে”। *সূরা হাদীদ : ২৫*

তিনি আরও এরশাদ করেন : বলে দিন, আমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন ইনসাফ কায়েম করতে। *সূরা আরাফ : ২৯*

সূরা নিসাতে তিনি বলেন : যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফায়সালা কর ইন্‌সাফের ভিত্তিতে যেন ফায়সালা কর। *৫৮*

দাউদ (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন: হে দাউদ, আমি আপনাকে ধরার বুকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেছি। অতএব, লোকদের মধ্যে হক ফায়সালা করুন। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকুন। *সূরা ছোয়াদ : ২৬*

ইন্‌সাফ ক্বায়েমকারী শাষক ও বিচারকদের মর্য্যাদা ও মান আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বড়। রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : সাত ধরনের লোকদেরকে আল্লাহতাআলা তার আরশের ছায়ায় জায়গা দেবেন। যেদিন আল্লাহ্‌ (আরশের)– ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই। (তন্মধ্যে প্রথম দল হচ্ছে) ন্যায় বিচারক শাষক অথবা বিচারক। *(বুখারী / মুসলিম)*

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : নিশ্চয়ই ইন্‌সাফ ও ন্যায় বিচারকারীগণ আল্লাহ্‌র কাছে নূরের মিম্বারে আসন গ্রহণের মর্যাদা প্রাপ্ত হবেন। যারা তাদের শাষনকার্য্য পরিচালনা করতে, জনগণের মধ্যে এবং তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় নীতি অনুসরণ করতো। *(মুসলিম)*

ইন্‌সাফ ও ন্যায়নীতির পরিবর্তে মানুষ যদি যুল্‌ম্‌ নিপীড়নের নীতি অবলম্বন করে, তা মানুষের জন্যে ডেকে আনে মহাবিপদ। যূলম নির্য্যাতনকে হারাম এবং মহাপাপ ঘোষণা করে হাদীস কুদ্‌সীতে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন : হে, আমার বান্দাগণ, আমি যূল্‌মকে আমার উপর হারাম ঘোষণা করেছি। তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও যূল্‌ম নির্য্যাতনকে হারাম করে দিয়েছি। কাজেই তোমরা একে অপরকে যূলম নির্য্যাতন করো না। *(মুসলিম)*

রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : তোমরা যুলুম-অত্যাচার পরিহার কর, কারণ যুলুম অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার ডেকে আনবে...। মুসলিম

যালিম শক্তি আল্লাহ্‌র দুশমনে পরিণত হয়। আর মযলুম অর্জন করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : তিনটি বিষয় ক্বছম করে বলছি : ১. দান খয়রাতের কারণে সম্পদ কমে যায় না। ২. যখন কোন বান্দাহ্‌ যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়, আর সে ধৈর্য্য ও ছবরের সাথে এসব মোকাবিলা করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মান ও মর্য্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন। ৩. কোন বান্দাহ যখন হাত পাতা (ভিক্ষা চাওয়া) শুরু করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে দরিদ্রতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। *তিরমিযী*

আরেকটি হাদীসে তিনি এরশাদ করেন : তিন ধরনের লোকদের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না : ১. রোযাদারের দোয়া ইফ্‌তার করার আগ পর্যন্ত। ২. ন্যায় বিচারক শাষক। ৩. আর ময্‌লুমের দোয়া ও অভিশাপকে আল্লাহ্‌ মেঘমালা ছিন্ন করে উপরের দিকে উঠিয়ে নেন। সপ্ত আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়ে আল্লাহ্‌ বলেন : “(হে মযলুমের ফরিয়াদ) : আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো, কিছু পরে হলেও।” (তিরমিযী) তিনি আরও এরশাদ করেন : তিন ধরনের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে যায় : ১. ময্‌লুমের দোয়া। ২. মুসাফিরের দোয়া। ৩. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অভিশাপ (তিরমিযী / ইব্‌ন্‌ মাজাহ্‌)–

অন্য রেওয়াতে তিনি বলেন :

তিন ধরনের লোকের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না : ১. যে আল্লাহ্‌কে বেশী করে ডাকে। ২. মযলুমের দোয়া। ৩. ন্যায় পরায়ন শাষক। *(বায়হাকী)*

আল্লাহ্‌তাআলার অবস্থান মযলুমের পক্ষে এবং যালিমের বিপক্ষে। তা'হলে প্রশ্ন আসে, আল্লাহ্‌তাআলা যালিমকে তাৎক্ষণিকভাবে গযব নাযিল করে হালাক (ধ্বংস) করে দেন না কেন? যালিমকে এত সুযোগ দেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একটা হাদীসে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তাআলা (অনেক সময়) যালিমকে অবকাশ দান করেন। (হয়তোবা তাকে সংশোধনের সুযোগ দান করেন) তবে, যখন তাকে হঠাৎ করে পাকড়াও করেন তাকে আর ছুটতে দেন না। অতঃপর তিনি একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে : আপনার রব যখন কোন যালিম জনপদকে পাকড়াও করেন, এভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও বড়ই মারাত্মক, খুবই কঠিন। *হুদ:১০২*

ওমর বিন আব্দুল অযীব (র:) যালিমদেরকে সতর্ক করে বলেন : “তোমার ক্ষমতার ঔদ্ধত্য যদি তোমাকে মানুষের প্রতি যুলুমের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে স্মরণ কর, তোমার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতার কথা। আর (ঐ দিনের কথা, যেদিন) তোমার সকল ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে, আর তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রঃ) আরও বলেন : খবরদার, মযলুমের ফরিয়াদ থেকে সাবধান! সেটা আকাশের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। *(হাকেম)*

শাষকদের পাশাপাশি বিচারকগণও আল্লাহ্‌র আরশের নীচে ছায়া পাবেন আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জন করে নূরের মিম্বারে অধিষ্ঠিত হবেন, বিচারকার্য্যে ইন্‌সাফ কায়েম করলে। আর তার বিপরীতে যদি বিচারপতিগণ কোর্ট ও বিচারব্যবস্থাকে যুলুমের হাতিয়ারে পরিণত করেন, তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : বিচারকগণ তিন দলে বিভক্ত। শুধু একদলে জান্নাতী হবে। আর বাকী দু'দলের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যে বিচারক প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে হক ফায়সালা প্রদান করেছে, সে হবে জান্নাতী। আর যে, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার পরও অন্যায় রায় ঘোষণা করেছে, সে হবে নির্ঘাত জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি (প্রকৃত সত্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা না চালিয়ে)– মানুষের মধ্যে খামখেয়ালীভাবে রায় প্রদান করলো, সেও হবে জাহান্নামী। *আবু দাউদ/ ইব্‌ন্‌ মাজাহ্‌*

নির্দোষ মানুষকে অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত করা অন্যতম কবীরা গুনাহ্‌। প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে অপবাদ ছড়িয়ে দেয়া মহাপাপ। এটা একটা বড় ধরনের যুলুম। মিথ্যা অভিযোগকারীরা আল্লাহ্‌র কাছে বড়ই অভিশপ্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে : আরওয়া বিন্‌ত্‌ উয়াইছ নাম্মী এক মহিলা সায়ীদ বিন যাইদ নামক ছাহাবীর বিরুদ্ধে মহিলার জমি অন্যায়ভাবে দখলের অভিযোগ আনলো। খলীফা মারওয়ান বিন আল-হাকামের কোর্টে মামলা দায়ের করে দিল। মারওয়ান ছাহাবী সাঈদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমি তার জায়গা দখল করে নেব, আল্লাহ্‌র নবীর কাছ থেকে হাদীস শুনার পরও!? মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন : রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কি হাদীসটি শুনেছিলেন? তিনি বললেন : রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান কোন জমির টুকরা কারও কাছ থেকে জবর দখল করে নেয়, আল্লাহ্‌ সপ্ত জমিনকে তার গলায় লটকিয়ে দেবেন। মারওয়ান বললেন : আপনাকে আর কোন দলিল প্রমাণ দেখাতে হবে না। (নির্দোষ সাহাবী অন্যায় অপরাধের গ্লানীতে কষ্ট পেয়ে বদ্‌দোয়া করে বললেন :) হে আল্লাহ্‌ এ মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে গিয়ে তাকে অন্ধ করে দিন, তার জমি দিয়েই তাকে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিন। কিছুদিন পর মহিলাটি অন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলো। অন্ধাবস্থায় তার জমিনে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ করে একটা গর্তে পড়ে গিয়ে সেখানেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। *বুখারী/মুসলিম*

অন্যায় অভিযোগের সমর্থনে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দান করা ও তা যোগাড় করা আরেকটি মহাপাপ। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেন : আমি কি তোমাদেরকে বলবো সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাগুলো কি ? (তা হচ্ছে) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাকে কষ্ট দেয়া, খবরদার মিথ্যা কথা, খবরদার মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়া ... (মিথ্যা স্বাক্ষ্যের বিষয়টি) তিনি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন। আমরা বললাম : আহারে তিনি যদি এখন থেমে যেতেন। *(বুখারী)*

অন্যায় যুলুম, অবিচার হতে থাকলে সাধারণ মানুষের করণীয় কি?

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা মযলুম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌, মযলুম হলে তো সাহায্য করবো, কিন্তু যালিমকে সাহায্য করবো কিভাবে? তিনি বললেন, উপর থেকে তার হাতটা ধরে (তাকে থামিয়ে দাও)। *(বুখারী)*

অন্য হাদীসে তিনি বলেন : উত্তম জ্বিহাদ হচ্ছে যালিম শাষকের সামনে ইন্‌সাফ ক্বায়েমের কথা বলা। *(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)*

উম্মতকে আরও সতর্ক করে আরেকটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন : “তোমরা যখন দেখবে আমার উম্মত যালিমকে একথা বলতে ভয় পায় “তুমি যুলুম করছ” তখন তাদের কাছ থেকে সব ভাল গুণ বিদায় হয়ে গেছে। *(মুসনাদ আহমদ)*

যালিমদের সঙ্গ দেয়া মহাপাপ। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে ছাহাবী কা'ব বিন উজ্‌রাহ্‌ (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন : একদা রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন : শুন, ভাল করে শুনতে পাচ্ছ, আমার পরে এমন কিছু ফাসেক শাষকবর্গ আসবে, যারা তাদের সাহচর্য্যে যাবে, তাদের মিথ্যা কথাগুলো বিশ্বাস করবে, এবং যুলুম নির্যাতনের ব্যাপারে তাদের সহযোগী হবে, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না, আমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারা আমার হাওযে কাওছার থেকে পান করার সুযোগ পাবে না। আর যারা তাদের সঙ্গ দেবে না, তাদেরকে যুলুম নির্যাতনের ব্যাপারে সহায়তা দেবেনা, তাদের মিথ্যা কথাগুলো বিশ্বাস করবে না। তারা আমার ঘনিষ্ঠ, আমিও তাদের ঘনিষ্ঠ। তারা আমার হাওযে কাওছার থেকে পান করে ধন্য হবে। *(তিরমিযী / নাসাঈ)*

আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে টিকে থেকে দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করুন। অন্যায়, অবিচার, যুলুম করার মত মহাপাপ থেকে বাঁচিয়ে দিন। মযলুমদেরকে আল্লাহ্‌ সাহায্য করুন। তাদের সহায় হোন।

আমীন

HOQUE CONSULTANCY LTD

119-121 Whitechapel Road, London E1 1DT
PHONE: 07940846139, 07865986149
Email: hoqueconsultancyltd@gmail.com

আপনি কি কম খরচে University/Public Funded college এ ভর্তি হতে চান ?

- *No consultancy fees*
- *Study in London Campus*
- *20 hours work permit*
- *No B2/IELTS*
- *Free conditional offer letter*
- *Negotiable Deposit for CAS letter*
- *Free personal statement*

UK UNIVERSITY ADMISSION GOING ON:
JANUARY 2012 INTAKE CLOSING SOON.......

£2500 for 3 years CAS Letter with 20 Hrs work

Undergraduate Courses (£4000/year)
Postgraduate Courses (£6500/year)

ACCA (Study in University)
£4000 for two and half years CAS Letter
With 20 hrs work

1. Public funded college (London Campus) Course fee £4895(Minimum deposit £3000 for two and half years Visa)
2. Immigration service provided by our highly professional associate law firm for student visa extension/Appeal

বাংলাদেশের কওমী মাদ্‌রাসা সমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বোর্ড

“আজাদ দ্বীনী এদারায়ে তা'লীম” বাংলাদেশের উদ্যোগে ৩০ সালা ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক দস্তারবন্দী মহা সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী ৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী '২০১২ ইং

সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে “এদারা”র অধীনে শিক্ষা অর্জনকারী সকল আলিম, হাফিজ ও “আব্‌না”দেরকে সম্মানসূচক পাগড়ী প্রদান করা হবে।

সম্মেলন উপলক্ষে এদারা বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রবীণ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুশাহিদ সাহেব দয়ামিরী বর্তমানে ইংল্যান্ড সফরে রয়েছেন।

সকল “আবনায়ে এদারা”গণকে পাগড়ী গ্রহণের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ করুন

হযরত মাওলানা মুশাহিদ দয়ামিরী 07429729666
মাওলানা মুখতার হোসাইন 07572362903
মাওলানা আহমদ মাদানী 07411497656